International Journal of Applied Research 2015; 1(8): 10-12

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 3.4
IJAR 2015; 1(8): 10-12
www.allresearchjournal.com
Received: 06-05-2015
Accepted: 03-06-2015

চেতনা মুখার্জ্জী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারতা

Correspondence:
চেতনা মুখার্জ্জী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারতা

অভিলেখের প্রতিফলিত বেদের বিভিন্নশাখাধ্যায়ী গোত্রপ্রবরসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের উল্লেখ

চেতনা মুখার্জ্জী

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হল অভিলেখ। (Archaeology) প্রত্নতত্ত্ব ছাড়া এত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আর নেই। অভিলেখগুলি থেকে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইতিহাসের বহু তথ্য পাওয়া যায়।

এরপর আমরা শুরু করব আমাদের মূল বিষয়ের আলোচনা। অভিলেখের সাহায্যে আমরা তৎকালীন সমাজ বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও বিভিন্ন গোত্রধারী ব্রাহ্মণের নাম পেয়ে থাকি।

আমরা শুরু করব পুষ্যমিত্র শুঙ্গ (খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতকের শেষ) বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল পুষ্যমিত্র শুঙ্গ পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহন করে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈদিক-ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং প্রাচ্য-দেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বসতি বিস্তারে উৎসাহ দান করেন। তাঁর পৌত্র বসুমিত্র নাকি দক্ষিণ-ভারত থেকে ব্রাহ্মণদের এনে রাজগৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্রাহ্মণেরা চৌদ্দটি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন এবং তাদের অধস্তন পুরুষরাই প্রাচীন বঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করেন বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস।১

গুপ্তরাজত্বকালেও আমরা বিভিন্ন গোত্রধারী ব্রাহ্মণদের নাম পাই এবং গুপ্তরাজাদের মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে থাকি। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ ধনাইদহ তাম্রশাসনে ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ বরাহস্বামীকে অষ্টক-নবক নল দ্বারা পরিমিত এক কুল্যবাপ ভূমি প্রদত্ত হয়েছে। উক্ত সম্রাটের আমলে সুলতানপুর তাম্রশাসনে শৃঙ্গবের বীথীর ভীম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁদের প্রত্যেকের মাতাপিতার পুণ্যবৃদ্ধির জন্য নয় কুল্যবাপ জমি ক্রয় করে পৌণ্ড্রবর্ধনবাসী বাজসনেয় চরণের চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ দেবভট্ট, অমরদত্ত, মহাসেন দত্তকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের জন্য দান করেছেন। আমরা জানি যে বাজসনেয় সংহিতা শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত। কুমার গুপ্তের আমলে ১নং দামোদরপুর তাম্রশাসনে কর্পটিক ব্রাহ্মণের আবেদন ক্রমে তিন দীনারের বিনিময়ে এক কুল্যবাপ পতিত এবং চৌহদ্দিবিহীন জমি প্রদত্ত হয়েছিল অগ্নিহোত্র সম্পাদনের জন্য -- 'মমাগ্নিহোত্রোপয়োগায়'। উক্ত সম্রাটের আমলে উৎকীর্ণ ২নং দামোদরপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণ পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের জন্য প্রতি কুল্যবাপ তিন দীনার মূল্যে কিঞ্চিৎ ভূমি-ক্রয়ের আবেদন জানিয়েছিলেন। পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে (১১/৫.৬/১-৯) বলা হয়েছে - 'পঞ্চৈব মহাযজ্ঞাঃ তান্যেব মহাশস্ত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি'।

বুধগুপ্তের নন্দপুর শাসনে বিষয়পতি ছত্রমহ জঙ্গোয়িকা গ্রামে ৪ কুল্যবাপ পতিত জমি ক্রয় করে কাশ্যপগোত্রীয় জনৈক স্বামী উপাধি ধারী ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণকে পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য দান করেছেন। আবার গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে২ মহারাজ বিজয়সেন বেত্রগর্তা গ্রামে ৮ কুল্যবাপ জমি ক্রয় করে কৌণ্ডিন্যগোত্রীয় বাহুচ শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের জন্য দান করেছেন। গোপচন্দ্রের ফরিদপুর তাম্রশাসনেত জনৈক বর্ষপালস্বামী এক কুল্যবাপ ভূমি ক্রয় করে কণ্ব-গোত্রীয় বাজসনেয় লৌহিত্য শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ভট্ট গোমিদত্ত স্বামীকে দান করে বৈদিক ধর্মের পোষকতা করেছেন। ১নং ফরিদপুর শাসনটির গ্রহীতা ভরদ্বাজগোত্রজ চন্দ্রস্বামী যজুর্বেদের বাজসনেয় শাখাধ্যায়ী ষড়ঙ্গাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধর্মাদিত্যের ২নং ফরিদপুর শাসনের৪ শাসন-গ্রহীতা ব্রাহ্মণ সোমস্বামীও লৌহিত্যসগোত্র এবং কাণ্ব-বাজসনেয় শাখার অনুগামী ছিলেন এবং এই দানকার্যটি করেছেন বাসুদেব স্বামী নামে একজন ব্রাহ্মণ।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ষষ্ঠ শতাধীর শেষ ভাগে মহাসামন্ত শশাঙ্ক (আঃ ৬০০-৬২৫ খ্রীঃ) গৌড়ে একটি শক্তিশালী স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। শশাঙ্কের রাজত্বের অষ্টমবর্ষে উৎকীর্ণ প্রথম মেদিনীপুর শাসন৫ থেকে জানা যায়। মহাপ্রতাহার শুভকীর্তি কুম্ভারপদ্রক গ্রামে ৪০ দ্রোণবাপ কর্ষণযোগ্য ভূমি এবং ১ দ্রোণবাপ বাস্তুভূমি ক্রয় করে ভরদ্বাজ গোত্র মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী দাম্য স্বামীকে দান করেন। শশাঙ্কের রাজত্বকালীন এগরা শাসন৬ থেকে জানা যায় অন্তরঙ্গ পদাধিকারী জনৈক দোষতুঙ্গ তাঁর নিজের এবং পিতামাতার পুণ্যবৃদ্ধি কামনায় ত্রিবেদাধ্যায়ী কৌশিক-সগোত্র, কৌশিক-অঘমর্ষণ-বৈশ্বামিত্র ত্রিপ্রবরযুক্ত ব্রাহ্মণ ভট্ট দাম্যস্বামীকে কপর্দিপদ্রক গ্রামে

একশত দ্রোণবাপ ভূমি দান করেছিলেন। ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, ভাস্করবর্মার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভূমিবর্মা পঞ্চম শতকের শেষ কিম্বা ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে শ্রী হট্ট জেলার পঞ্চখন্ড গ্রামে বিভিন্ন বেদের নানা শাখাবলম্বী ৫৬টি গোত্রসম্ভূত ২০৫জন ব্রাহ্মণকে বসতি স্থাপনের জন্য ভূমিদান করেছেন। এই বেদ মার্গী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ১০৫জন শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়- শাখাধ্যায়ী, ১৫জন সামবেদের ছান্দোগ্য শাখাবলম্বী ১১জন কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখাধ্যায়ী ছিলেন।

জয়নাগের (আঃ ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগ) বপ্পঘোষবাট তাম্রপট্টোলীতে৭ দেখা যায়, ঔদম্বরিক বিষয়ের শ্রীসামন্ত নারায়ণ ভট্ট ছান্দোগ্য বেদাধ্যায়ী কাশ্যপগোত্রীয় ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামীকে বপ্পঘোষবাট গ্রামটি দান করেছেন।

পালরাজাদের অভিলেখ গুলিতেও আমরা তাদের মহানুভবতার পরিচয় পাই ও বিভিন্ন গোত্রধারী ব্রাহ্মণের পরিচয় পাই। মুঙ্গের তাম্রশাসনে ধর্মপালকে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নারায়ণ পালদেবের আমলের (আঃ ৮৬১-৯১৭ খ্রীঃ) বাদল গরুড় স্তম্ভলিপি৮ থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় নবম শতকে দেবপালের মহামন্ত্রী দর্ভপাণি 'বিদ্যাচতুষ্টয়মুখাম্বুরুহাত্ম- লক্ষ্মা' অর্থাৎ চারিবেদে পারঙ্গম ছিলেন। দ্বিতীয় গোপালের (আ. ৯৫২ খ্রীঃ) জাজিলপাড়া তাম্রশাসনে৯ কাশ্যপগোত্রীয় আবৎসার - নৈধ্রুপপ্রবর, সামবেদের ত্রিশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীধর শর্মা দুইটি গ্রামের অংশবিশেষ দানস্বরূপ লাভ করেছেন। প্রথম মহীপালের (আ. ৯৭৭-১০২৭) বেলওয়া শাসনে রাজা হস্তিদাসগোত্রীয় আঙ্গিরস-অম্বরীষ-যৌবনাশ্ব প্রবরযুক্ত ব্রাহ্মণ জীবধরদেবশর্মাকে নিষ্কর চিরস্থায়ী ভূসম্পত্তি প্রদান করেছেন। নয়পালের শাসনকালে গয়াধামে বেদাধ্যয়নের এত আধিক্য ছিল যে, বেদাভ্যাস পরায়ণ দ্বিজগণের উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ হেতু লোকে পরস্পরের কথোপকথন শুনতে অসুবিধা বোধ করতো -- 'বেদাভ্যাসপরায়ণ-দ্বিজগণোদ্গীর্ণে গ্রপাঠ .....'।

তৃতীয় বিগ্রহপালকে বর্ণাশ্রমধর্মের আশ্রয়স্থলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরই আমগাছি শাসনে এবং চন্দ্র-গ্রহণোপলক্ষ্যে তিনি শাণ্ডিল্যগোত্রীয়। সামবেদের কৌথুম শাখাধ্যায়ী ছত্রাগ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ মোদুল্ল দেবশর্মাকে একটি গ্রাম এবং অন্য গ্রামের কিয়দংশ দান করেছিলেন। উক্ত রাজার বেলওয়া তাম্রশাসন১০ থেকে জানা যায় যে, তিনি ভরদ্বাজগোত্রজ আঙ্গিরস - বার্হস্পত্যপ্রবরযুক্ত এবং অথর্ববেদের পিপ্পলাদ শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ জয়ানন্দ দেবশর্মাকে একটি গ্রামের অংশ এবং ৩ কুল্যবাপ ৭১/২ দ্রোণ ১১ উদমান পরিমিত ভূমি দান করেছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক রাজা ঈশ্বরঘোষের (আ. ১০৪০-৮০ খ্রীঃ) রামগঞ্জ শাসন থেকে জানা যায়, ভার্গব-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভট্ট নিব্বোক শর্মা যজুর্বেদাধ্যায়ী ছিলেন। কম্বোজাম্বয় নরপতি নয়পালের (আ. ১০৩০-৫৫ খ্রীঃ) ইর্দা শাসনে১১ বাৎস্যগোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন-ঔর্ব-জামদগ্ন্য-আপ্নুবান্-প্রবরযুক্ত সামবেদের কৌথুম শাখা ও ছান্দোগ্য চরণধ্যায়ী ব্রাহ্মণ অশ্বত্থ শর্মা একটি গ্রামে দানরূপে গ্রহণ করেন নয়পালের কাছ থেকে। মদনপালের (আ. ১১৪৩-৬১ খ্রীঃ) মন্হলি তাম্রশাসনে১২ উল্লেখ আছে যে, পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাকে মহাভারত পাঠ করে শোনানোর দক্ষিণাস্বরূপে তিনি কৌৎস গোত্র সামবেদের কৌথুম-শাখাধ্যায়ী চম্পাহিট্টী নিবাসী বটেশ্বর স্বামি শর্মাকে একটি গ্রামের কিয়দংশ দান করেছিলেন বুদ্ধভট্টারককে স্মরণ করে।

বৈদ্যদেবের (আ. ১১২৮-৩৫ খ্রীঃ) কমৌলি শাসন থেকে জানা যায় যে, কামরূপরাজ বৈদ্যদেব বরেন্দ্র নিবাসী কৌশিক গোত্রীয় শ্রীধর কামরূপ মন্ডলে ভূমিদান করেছিলেন এবং এই ব্রাহ্মণের উপর বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য সর্বোত্তম শ্রোত্রিয়ের সম্মান অর্পিত হয়েছে।

চতুর্ভুজ -- বিরচিত হরিরচিত কাব্যের পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে তাঁর পূর্বপুরুষ স্বর্ণরেখকে ধর্মপাল বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত করা গ্রামটি দান করেছিলেন। ঐ গ্রামটি শ্রৌত স্মার্ত্তবিদ্যায় সুপন্ডিত ব্রাহ্মণদের বাসভূমি ছিল।১৩

নবম শতাধীর শেষভাগে পূর্ববঙ্গে হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অভ্যুদয় ঘটে। ধর্মবিশ্বাসে তাঁরা পরমসৌগত হলেও বৈদিকধর্ম-সংস্কৃতির সম্প্রসারণের পদক্ষেপস্বরূপ ব্রাহ্মণদের উদারহস্তে ভূমি দানের নীতি অনুসরণ করেছেন। শ্রীচন্দ্রের (আ.৯২৫-৭৫ খ্রীঃ) ধুল্লা শাসনে১৪ বার্দ্ধ কৌশিক সগোত্র ত্রিপ্রবরযুক্ত কাণ্ব-শাখাধ্যায়ী শান্তি বারিক ব্রাহ্মণ ব্যাসগঙ্গশর্মা অদ্ভুত শান্তিযজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ১৯ হল ৬ দ্রোণ পরিমিত ভূমি লাভ করেছেন। তাঁর রামপাল তাম্রশাসন থেকে জানা যায় শাণ্ডিল্য-সগোত্র ত্রিপ্রবরযুক্ত শান্তিবারিক ব্রাহ্মণ পীত বাসগুপ্তশর্মা কোটি হোমযজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির নান্যমণ্ডলান্তর্গত নেহকাঠি গ্রামে ১ পটিক ভূমি লাভ করেছেন। শ্রীচন্দ্রের মদনপুর তাম্রশাসনে১৫ ত্রিপ্রবরযুক্ত ব্রাহ্মণ শুক্রদেব রাজার কাছ থেকে ৮ দ্রোণ পরিমিত ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন। উক্ত নরপতির পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনটি বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ও সাম্প্রদায়িক ধর্ণ প্রসারের মূল্যবান তথ্যের আকর স্বরূপ। তিনি পরমসৌগত হলেও 'বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য' চন্দ্রপুর-ব্রহ্মপুর বিষয়ে চতুশ্চরণ শাখাধ্যায়ী বিভিন্ন গোত্র ও প্রবরযুক্ত ছড় হাজার, ব্রাহ্মণকে সমপরিমাণ ভূমিদান করে ব্রাহ্মণাদর্শানুযায়ী একটি সুবৃহৎ উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গদেশের পূর্বতম প্রান্তে।

শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্রও (আ. ৯৭৫-১০০০ খ্রীঃ) যে সার্বর্নিগোত্রীয় পঞ্চপ্রবরযুক্ত সামবেদের ছন্দোগ-শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধরাধরদেব শর্মাকে ১২০ পাটক ভূমিদান করেছিলেন তার প্রমাণ পাই তাঁর ঢাকা তাম্রশাসন১৬ থেকে।

বর্মণ রাজাদের আমলে প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন জনপদে বৈদিক যাগ-যজ্ঞে পারদর্শী ব্রাহ্মণগণের ব্যাপক বসতি লেখ মালার সাক্ষ্যে সমর্থিত হয়। হরিবর্মার সামন্তসার তাম্রশাসনে১৭ জনৈক বৎসগোত্রীয় পঞ্চপ্রবরযুক্ত, ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন-শাখাধ্যায়ী শান্তিবারিক ব্রাহ্মণ ৮৬ দ্রোণ পরিমিত কর্ষণযোগ্য ভূমি রাজার কাছ থেকে দক্ষিণা-স্বরূপ লাভ করেছেন। উত্তর রাঢ় নিবাসী সাবর্ণগোত্রীয় ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবন, ঔর্ব, জামদগ্নি-প্রবর, রাজসনেয় চরণ ও যজুর্বেদীয় কান্ব-শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ রামদেবশর্মা রাজানুগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ ১ পাটক ৯১/৪ দ্রোণ পরিমিতি ভূমি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এই তথ্য আমরা ভোজবর্মার (আ. ১১৩৭-৪৫ খ্রীঃ) বেলাব তাম্রশাসন থেকে জানতে পারি। হরিদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর মন্দির প্রশস্তি-লিপি থেকে জানা যায়,রাঢ়দেশের শোভাস্বরূপ এবং আর্যাবর্তের অলঙ্কারস্বরূপ সিদ্ধল গ্রামের সাবর্ণগোত্রীয় ছিলেন বাল বলভীভুজঙ্গ ভবদেব।

বিভিন্ন কুলশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, এই বর্মণ-বংশের রাজা গৌড়াধিপ সামল বর্মা (আ. ১১২৭-৩৭ খ্রীঃ) কনৌজ থেকে যশোধর মিশ্রসহ পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনেছিলেন।

বৈদিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রচার ও প্রসারে বর্মণ-বংশের রাজারা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী সেন রাজন্যবৃন্দের ভূমিকাকে তারই পরিপূরক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণদের উপর বিজয়সেনের কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের কথা জানতে পারি তাঁর ব্যারাকপুর তাম্রশাসন থেকে। মধ্যদেশ গত বৎসগোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবান্- ঔর্ব্য-জামদগ্ন্য-প্রবর-ঋগ্বেদী আশ্বলায়ন শাখার ষড়ঙ্গাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ উদয়কর দেবশর্মা চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষ্যে রাজ্ঞী বিলাসবতীর কনকতুলা-পুরুষ-অনুষ্ঠানের হোমকর্মের দক্ষিণাস্বরূপ ৪ পাটক ভূমি লাভ করেছেন। বল্লালসেনের (আ. ১১৫৯-১১৭৯ খ্রীঃ) প্রদত্ত নৈহাটি শাসনের১৮ প্রতিগ্রহীতা ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রজ ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবর, সামবেদীয় কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ ও বাসুদেবশর্মা লক্ষ্মণ সেনের (আ. ১১৭৯-১২০৬ খ্রীঃ) গোবিন্দপুর তাম্রশাসনের ভূমিদান গ্রহীতা ছিলেন বাৎস্যগোত্রীয় পঞ্চ-প্রবরযুক্ত সামবেদের কৌথুম শাখাধ্যায়ী উপাধ্যায় ব্যাসদেবশর্মা। তাঁর তর্পণদীঘি শাসনের উল্লেখ থেকে জানা যায়, সামবেদের কৌথুম শামাধ্যায়ী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস বার্হস্পত্য-প্রবর ঈশ্বর দেবশর্মা মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের হেমাশ্বরথ মহাদান যজ্ঞানুষ্ঠানে আচার্য দক্ষিণাস্বরূপ ১২০ আঢ়ারাপ ৫ উন্মান পরিমিত ভূ-সম্পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর আনুলিয়া তাম্রশাসনের দানগ্রহীতা হলেন কৌশিক-গোত্রীয় বিশ্বামিত্র বন্ধু-কৌশিক-প্রবর, যজুর্বেদীয় কাণ্ব শাখাধ্যায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্মা। লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর১৯ লেখে রাজার অভিষেকের সময় অনুষ্ঠিত ঐন্দ্রীমহাশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠানে কৌশিক-সগোত্র অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদ-শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ-গোবিন্দ শর্মার কেশব সেনের (আ. ১২১০-১৫ খ্রীঃ) ইদিলপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। তাঁর অনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নির ধূমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতো। জন্মদিনে দীর্ঘ জীবন লাভের কামনায় তিনি বাৎস্যগোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবান্-ঔর্ব-প্রবরযুক্ত শ্রুতিপাঠক ব্রাহ্মণ ঈশ্বর দেবশর্মাকে একটি গ্রাম দান করেন। লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র বিশ্বরূপ সেন (আ. ১২০৬-১২২৫ খ্রীঃ) বাৎস্যগোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবান্-ঔর্ব-জামদগ্ন্য-প্রবর শ্রুতিপাঠক ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ দেবশর্মাকে দুটি গ্রামের অংশ দান করেছিলেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতি সেন-রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তবে সংখ্যায় অল্প হলেও সেনদের সমসাময়িক অন্যান্য নরপতিগণও ব্রাহ্মণদের বসতি-বিস্তারে ভূমিদানে অগ্রণী হয়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাধীতে প্রদত্ত কামরূপরাজ ধর্মপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে শ্রাবস্তির অন্তর্গত কোসঙ্গ গ্রামটি বেদচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

দশরথদেবের (আ. ১২৫৫-৯০ খ্রীঃ) আদাবাড়ী তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, রাজা ১৫ জন ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে ভূমিদান করেছিলেন।

আলোচ্য লেখমালার সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে প্রাচীনকালে সমাজে চতুর্বেদের বিধি থাকলেও বাজসনেয় শাখাধ্যায়ী যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে সামবেদীয় কৌথুম শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের আধিপত্য কম ছিল বলে মনে হয় না।

।। তথ্যসূত্র ।।

১। বসু, নগেন্দ্রনাথ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ্যকাণ্ড, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২১।
২। Ibid, Vol. XXIII, p.155-61, CBI, p.87-95.
৩। IA, Vol. XXXIX, p.193-216.
৪। Ibid.
৫। শি.তা.প্র. পৃ.-৫৪।
৬। তদেব, পৃ.-৫৯-৬৪।

৭। EI, Vol.XVIII, p.60-64.
৮। গৌ.লেখ পৃ.-৭১-৭৬।
৯। JASB (CAL), p.137 ff.
১০। JASB (L), Vol. XVII, pp. 117-35, EI, Vol, XXIX, pp.5-6.
১১। EI, Vol, XXII, p.150-59.
১২। গৌ.লেখ. পৃ.-১৫৪।
১৩। ভট্টাচার্য, দুর্গামোহন, 'প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা'। হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা, কলিকাতা, ১৯৮০-৮৪, পৃ-২০৮।
১৪। IB, PP. 165-66.
১৫। Ibid, Vol XXVIII, PP. 51-58
১৬। সা.প.প. ৬৭ খণ্ড, ১৩৭৬, ১ পৃপৃ.
১৭। EI.Vol, XXX, P. 255-59
১৮। Ibid, P.68 ff.
১৯। IB, P. 106ff.